ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭
www.islamicfoundation.gov.bd

কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ বা সেকেন্ড ওয়েভ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের ব্যাপক প্রচারণার উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব আনিস মাহমুদ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
তারিখ ও সময়	:	৫ অক্টোবর ২০২০ সকাল ১১:০০ টা।
স্থান	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সূচণা বক্তব্যে সভাপতি উল্লেখ করেন, বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ও বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আলেম-ওলামাগণ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করছেন। বিশেষ করে খতিব-ইমামগণ মসজিদের মাইক থেকে বারবার প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশে মসজিদসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নামাজ আদায় করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে। আসন্ন শীত মৌসুমে সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতির আশংকা বিদ্যমান যা সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় ঢেউ নামে অভিহিত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫১৪. ১৬.০০৩.২০-১৮ তারিখঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ 'কোভিড-১৯' এর দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave) প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং করণীয় বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ

(ক) ''মসজিদে মুসল্লিদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিটি নামাজের পূর্বে ও পরে মসজিদের মাইকে মাস্ক পরিধানের বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে।''

(খ) ''নো মাস্ক নো সার্ভিস'' বিষয়ে সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। স্লোগানটি সব উন্মুক্ত স্থানে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পোস্টার/ডিজিটাল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।"

এছাড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০.২৭৭ তারিখঃ ০১ অক্টোবর ২০২০ এর মাধ্যমে করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে দেশের সকল মসজিদ থেকে প্রতিদিন মাইকে ও জুমা'র খুতবার সময় নিম্নোক্ত ঘোষণাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:

১) ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন;
২) কিছুক্ষণ পর পর সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ দুই হাত ভালভাবে পরিস্কার করুন;
৩) জামায়াতে নামাজ আদায়, চলাফেরা ও সকল কাজে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন;
৪) পাঁচওয়াক্ত নামাজসহ সব সময় মাস্ক পরে মসজিদে প্রবেশের বিষয়টি মসজিদ কমিটি নিশ্চিত করবেন;
৫) হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু অথবা কাপড় ব্যবহার করুন বা বাহুর ভাজে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন;
৬) করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন;
৭) গুজব রটাবেন না, গুজবে কান দিবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না;
৮) সরকারের জারিকৃত বিধি-নিষেধ এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করুন।

০২। ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধি শেখ মাসুদুর রহমান বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ইউনিসেফ এর এক জরিপে উঠে এসেছে, প্রায় ৮৫% মুসলমান করোনাভাইরাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের নিকট থেকে জানতে পেরেছেন।

০৩। আইইডিসিআর-এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ এএসএম আলমগীর বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের ইতিহাস, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতি, সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে করণীয়, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং ভ্যাকসিন ও চিকিৎসার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। ডাঃ এএসএম আলমগীর বলেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতির সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অন্য মানুষের নিরাপত্তার জন্য মাস্ক পড়তে হবে। তিনি মাস্ক পড়া, কিছুক্ষণ পরপর হাত ধোয়া, নাক, মুখ ও চোখ অপরিস্কার হাত দিয়ে স্পর্শ না-করা এবং সকল কাজে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

০৪। শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম আল্লামা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ উল্লেখ করেন, করোনাভাইরাসের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার দরকার আছে তবে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বেশি বেশি দোয়া ও ইস্তিগফার পড়তে হবে। মহান আল্লাহর দিকে রুজু হতে হবে।

০৫। দারুল উলুম রামপুরার মুহতামিম মুফতি ইয়াহইয়া মাহমুদ বলেন, দেশের যে কোন জাতীয় দুর্যোগে আলেম-ওলামাগণ সরকারকে সহযোগিতা করে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই আলেম-ওলামাগণ সরকারকে সহযোগিতা করছে। সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতেও সহযোগিতা করবে। তবে মহামারী, বিপদ-আপদ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। সাথে সাথে সর্তকতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। কারণ সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সুন্নাত। তাই করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে গৃহীত উদ্যোগে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করতে হবে।

০৬। তেজগাঁও মদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক আল আযহারী বলেন, করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণের চেয়ে দ্বিতীয় সংক্রমণ হয়ত আরো ভয়াবহ হতে পারে। তাই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞ আলেমদের বক্তব্য বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে। এছাড়া মসজিদের সভাপতি ও সেক্রেটারীর নিকট পত্র প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া এ ধরনের সভায় স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে।

০৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সমন্বয় বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার নিম্নরূপ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন,

(ক) পবিত্র কুরআন-হাদিসের বিধি-বিধানের আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের বিষয়ে বিশিষ্ট আলেম-ওলামার বক্তব্য নিয়ে ১ মিনিটের বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচার করা যেতে পারে।

(খ) করোনাভাইরাস বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশন যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা বা টক শো এর আয়োজন করা যেতে পারে।

(গ) পূর্বের ন্যায় পোস্টার, লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা যেতে পারে।

০৮। জামেয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ির মুহাদ্দিস মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী বলেন, করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে 'Social Distance' এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'সামাজিক দূরত্ব'। এটি আন্তর্জাতিভাবে স্বীকৃত ও আমাদের মেনে চলতে হচ্ছে। তবে 'সামাজিক দূরত্ব' শব্দটি ধর্মীয় ও মানবিক উভয় দিক থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ। এটিকে 'স্বাস্থ্যগত দূরত্ব' বললে ভালো হতো। তিনি 'জাতীয় ফতোয়া বোর্ড' ও 'দীনী পরামর্শ কমিটি' গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন।

০৯। ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. মাওলানা কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহীর সুনিদিষ্ট বক্তব্য হচ্ছে:

(ক) যেহেতু করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি এবং কখন আবিষ্কৃত হবে বলা যাচ্ছে না তাই জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ভ্যাকসিন হচ্ছে হাত ধোয়া, মাস্ক পড়া ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা।

(খ) মসজিদের ইমাম-খতিব, শহরের বাড়ির মালিক, কাউন্সিলরসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, বাজার কমিটি ও মসজিদ কমিটির সাথে এলাকাভিত্তিক মতবিনিময় সভা করা যেতে পারে।

(গ) স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে জুম এ্যাপস এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা যেতে পারে।

(ঘ) করোনাকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীগণ। করোনাকালে তাদের করণীয় এবং নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে খন্ড খন্ড করে কাউন্সিলিং করা যেতে পারে।

(ঙ) বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

(চ) অনলাইনে বেচা-কেনাকে উৎসাহিত ও জোরদার করা যেতে পারে।

(ছ) হোমিও ও হেকিমী ঔষধের ভেতর কোভিড-১৯ এর প্রতিষেধক আছে কিনা তার জন্য জ্ঞান-গবেষণা করা যেতে পারে।

১০। ঢাকার চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মাসুম আহমেদ বলেন,

(ক) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতে খতিব-ইমাম ও আলেম-ওলামার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই ইমামদের আস্থায় আনার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) মসজিদের খতিব ও ইমামদের ওপর কোন শ্রেণীর বা কোন ধারার মুরুব্বী ও আলেম-ওলামার প্রভাব রয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্যস্ত আলেম আছেন যাঁরা সভায় আসতে পারেন না তাদের নিকট গিয়ে সাক্ষাৎকার বা প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত বা মাসয়ালা মাসায়েল নিয়ে আসা যেতে পারে।

(ঘ) মসজিদ কমিটিতে আলেমদের প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে।

(ঙ) করোনাকালে শিশু-কিশোরদের জুম এ্যাপস এর মাধ্যমে দীনী শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে।

১১। নারায়ণগঞ্জ ভূমিপল্লী জামে মসজিদের খতিব শায়খ আহমদুল্লাহ বলেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মসজিদের ইমাম-খতিব ও আলেম-ওলামার ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। দেশের সকল মসজিদে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে আলেম-ওলামা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইমাম-খতিব ও আলেম-ওলামার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অন্যান্য সকল সেক্টরের তুলনায় মসজিদে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে তিনি নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন:

(ক) মসজিদের মুয়াজ্জিন কিংবা খাদেমগণ ন্যায্য মূল্যে মাস্ক বিক্রয় করবেন। যেসকল মুসল্লী মাস্ক ছাড়া মসজিদে আসবেন তাদেরকে মুয়াজ্জিন বা খাদেমের নিকট থেকে মাস্ক ক্রয় করে পরতে বাধ্য করা যেতে পারে।

(খ) জাতীয় প্রচার মাধ্যমে নুতন করে ক্যাম্পেইন বা প্রচারণা শুরু করা যেতে পারে।

(গ) সব মত ও পথের আলেম-ওলামাদের সাথে নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

(ঘ) কমপক্ষে ১টি প্রচারপত্র দেশের সকল মসজিদে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে।

(ঙ) কিছু নেতিবাচক বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে গঠনমূলক বক্তব্য প্রস্তুত করে প্রচার করা যেতে পারে। এছাড়া, করোনাকালে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধকালীন সময়ে, শিশু কিশোরদের নৈতিকতা গঠন ও মানসিক বিকাশে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন:

(অ) সকল ধরনের পর্ন সাইট বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে।

(আ) মসজিদের খুতবায় শিশুদের জন্য নছিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করা যেতে পারে।

(ই) শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ গঠনমূলক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

১২। দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয় কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মুফতি ওসমান গণি সালেহী বলেন, জাতির দুর্যোগে আলেমগণ এক সাথে কাজ করতে পারে। কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মসজিদ থেকে কি কি বলতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার ও জুমার খুতবায় আলোচনা করা যেতে পারে।

১৩। মহাখালী দারুল উলুম হোসাইনিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. নজরুল ইসলাম আল মারূফ বলেন, বিপদের মূহূর্তে নিয়ত করে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনকে শিফা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

১৪। বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হাফেজ মাওলানা আমজাদ হোসেন বলেন, কথার শুরু ও শেষে আল্লাহর নাম নেয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

১৫। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মসজিদে জামাত শুরুর পূর্বে ইমাম সাহেব যেমন বলেন কাতার সোজা করুন মোবাইল ফোন বন্ধ করুন। এর সাথে যোগ করে বলতে পারেন 'মাস্ক পরুন।'

১৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব জনাব আমিনুল ইসলাম খান বলেন, অতীতের ন্যায় আলেম সমাজ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন বলে আশা করছি। নৈতিকতার চরম অবক্ষয় রোধে আলেম সমাজকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় ফতোয়া বোর্ড গঠন ও গ্রান্ড ইমামের পদ সৃষ্টির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। চলমান করোনা পরিস্থিতি শীতকালে আরো অবনতি হতে পারে। তাই সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১৭। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর বলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আলেম-ওলামাদের পরামর্শগুলো লিখিতভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

১৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
(১)	কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ বা সেকেন্ড ওয়েভ পরিস্থিতিতে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের অতীতের ন্যায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	(ক)পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (খ) পরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী
(২)	ঘর থেকে বের , কিছুক্ষণ পরপর হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের বিষয়ে জুমার খুতবা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে ও পরে মসজিদের মাইক থেকে নিয়মিতভাবে প্রচার করার জন্য মসজিদের খতিব-ইমাম ও পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ জানিয়ে বিভাগ/জেলা কার্যালয় হতে হতে চিঠি প্রেরণ করা হবে।	পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ

(৩)	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে পবিত্র কুরআন-হাদিসের বিধি-বিধানের আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের বিষয়ে বিশিষ্ট আলেম-ওলামার বক্তব্য নিয়ে এক মিনিটের বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ তৈরী করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ফেসবুক ও ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, আইসিটি বিভাগ
(৪)	করোনাভাইরাস বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশন যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা বা টক শো এর আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হবে।	পরিচালক, আইসিটি বিভাগ
(৫)	পূর্বের ন্যায় কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার, লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হবে।	(ক) পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ (খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
(৬)	সিটি করপোরেশন/পৌরসভার কাউন্সিলর ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম-খতিব, শহরের বাড়ির মালিক, বাজার কমিটি ও মসজিদ কমিটির সাথে এলাকাভিত্তিক মতবিনিময় সভা করা হবে।	পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ
(৭)	স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে জুম এ্যাপস এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা যেতে পারে।	পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ

১৯। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আনিস মাহমুদ ৮/১০/২০২০
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন : ৮১৮১৫১৬